যুগান্তর

তারিখ 28 OCT 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় নতুন পদ্ধতির সুফল পাওয়া গেছে

মনিরুজ্জামান উজ্জ্বল

নতুন পদ্ধতিতে বদলে গেছে সরকারি মেডিকেল কলেজের ভর্তি পরীক্ষার উত্তরপত্রের চেহারা। বিগত বছরগুলোতে এমন একটি উত্তরপত্র খুঁজে পাওয়া যায়নি যেখানে কোন ছাত্রছাত্রী ১শ'টি প্রশ্নের উত্তর দেয়নি। নেগেটিভ মার্কিং না থাকায় অন্ধকারে তীর ছুঁড়ে পাখি শিকারের মতো সঠিক উত্তর না জেনেও আন্দাজে উত্তরপত্রে তারা টিক চিহ্ন দিত। ভাগ্য প্রসন্ন হলে নম্বরও পেত। ফলে অনেক সময় মেধাবী ছাত্ররা কম নম্বর পাওয়ার কারণে পিছিয়ে পড়ত। পরীক্ষা পদ্ধতিতে অধিক স্বচ্ছতা আনতে স্বাস্থ্য অধিদফতরের কর্মকর্তারা এ বছর থেকে প্রতিটি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য দশমিক ২৫ নম্বর কাটার বিধান করেন।

ভর্তি : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ২

ভর্তি : মেডিকেল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শুক্রবারের পরীক্ষায় এর সুফলও পাওয়া গেছে।

কমসংখ্যক পরীক্ষার্থীই ১শ' প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন অর্থাৎ উত্তর সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে কেউ অন্ধকারে ঢিল ছোড়ার ঝুঁকি নেননি। এ কারণে গতবারের তুলনায় মেধা তালিকার সর্বোচ্চ নম্বরে ১০ নম্বর কমে গেছে। গত বছর ভর্তি পরীক্ষার খাতায় সর্বোচ্চ নম্বর উঠেছিল ৯৪। এ বছর সর্বোচ্চ নম্বর উঠেছে ৮০ থেকে ৮৪। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী ৬০ থেকে ৭৫টি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদফতরের একাধিক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন কর্মকর্তা যুগান্তরকে বলেন, নতুন পদ্ধতিতে প্রকৃত মেধাবী ছাত্ররা সুযোগ পাবে।

সূত্র জানায়, ইতিমধ্যেই ওএমআর (অপটিক্যাল মার্ক রিডার) মেশিনে ১৪টি মেডিকেলের সব পরীক্ষার খাতা দেখা শেষ হয়ে গেছে। বর্তমানে খাতা আবারও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। তাছাড়া যারা সুযোগ পেয়েছে তাদের এসএসসি ও এইচএসসি উভয় পরীক্ষার সার্টিফিকেট ও মার্কশিট খতিয়ে দেখা হচ্ছে। চলতি সপ্তাহের যে কোনদিন ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের একজন কর্মকর্তা জানান, অন্যান্য বছর পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসসহ নানা গুজব থাকলেও এবার ছিল তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। গত কয়েক বছর তারা তীব্র মানসিক অশান্তিতে ভুগছিলেন। পরীক্ষার দিন বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ও গতকাল বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার সংবাদটি তাদের মনোবলকে অনেক চাঙ্গা করেছে। পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যারা পাঠ্যপুস্তক ভালোভাবে পড়াশোনা করেছে তারাই পরীক্ষায় ভালো করেছে বলে জানা গেছে। এবার এক নতুন ধারার যাত্রা শুরু হল বলে ওই কর্মকর্তা মন্তব্য করেন।

নজিরবিহীন নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে দেশের সরকারি ১৪টি মেডিকেল কলেজের ভর্তি পরীক্ষা শুক্রবার সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজধানীর ৩টিসহ ১৫টি কেন্দ্রে সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত অভিন্ন প্রশ্নপত্রে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এবার ২ হাজার ৬০টি আসনে ২৪ হাজার ৩৬১ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছে।